বেপজা ইআইএস পাইলট বিষয়ক সেবা

বেপজা ইআইএস পাইলট কী?

বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) আইএলও (ILO) ও জিআইজেড (GIZ) এর কারিগরি সহায়তায় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্রেতার অর্থায়নে জোনসমূহের মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে BEPZA Employment Injury Scheme (EIS) Pilot (বেপজা ইআইএস পাইলট) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বেপজা ইআইএস পাইলট জোনসমূহের তৈরি পোশাক, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, টেক্সটাইল, লেদার ও ফুটওয়্যার শিল্প কারখানার কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে 'স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষম শ্রমিককে বা মৃত শ্রমিকের পরিবারকে' আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

কেন ইআইএস কারখানার শ্রমিকদের জন্য জরুরি?

সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে ইআইএস পাইলট ইপিজেডের শ্রমমান উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী অক্ষমতা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারখানার অক্ষম শ্রমিককে বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারকে সুরক্ষা দিতে ইআইএস জরুরি।

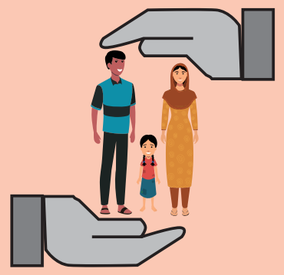

অক্ষম শ্রমিক ও মৃত শ্রমিকের পরিবার কিভাবে ইআইএস পাইলট থেকে সুবিধা পাবেন?

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের ফলে স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিক বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারকে যত দ্রুত সম্ভব কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ এর অধীন এককালীন আর্থিক সহায়তার অতিরিক্ত হিসেবে ইআইএস পাইলট থেকে মাসিক আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন।

পেশাগত দায়িত্বে থাকাকালীন কর্মস্থলে বা কর্মস্থলের বাইরে অথবা কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার ফলে অনাকাঙ্খিতভাবে কোনো শ্রমিক পঙ্গুত্ব অথবা মৃত্যুবরণ করলে ইআইএস পাইলট থেকে এই সুবিধা পেতে পারেন।

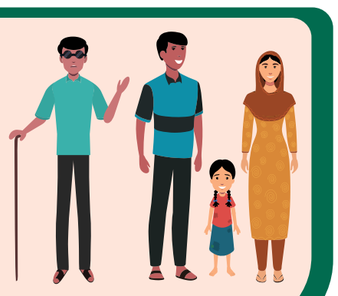

আবেদন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে এবং ফরমের সঙ্গে কী কী জমা দিতে হবে?

- ❑ ইআইএস পাইলটের আবেদন ফরম কারখানায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে পাওয়া যাবে;
- ❑ পাশাপাশি নিম্নে উল্লেখিত ওয়েবসাইট এর লিংক থেকে আবেদন ফরম পাওয়া যাবে:
  - www.eis-pilot-bd.org/templates-for-eis-pilot-application
  - www.bepza.gov.bd/eis

ইআইএস পাইলট এর আবেদন ফরম পূরণ করতে স্থায়ী ভাবে অক্ষম শ্রমিক বা মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারের যে সকল কাগজপত্র প্রয়োজন:

- শ্রমিক/পরিবারের সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি কার্ড)- এর ফটোকপি
- জন্ম সনদ (যদি এনআইডি কার্ড না থাকে)
- ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য
- ওয়ারিশান সনদ (মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে)। পাশের কিউআর কোড থেকে ওয়ারিশান সনদের ফরমেট ডাউনলোড করা যাবে।

এছাড়াও, কারখানা থেকে যে সকল কাগজপত্র/ডকুমেন্ট আবেদন ফরমের সাথে দিতে হবে তার চেকলিস্ট/পুস্তিকাটি নিম্নের ওয়েবসাইট এর লিংক থেকে ডাউনলোড করা যাবে:

- www.eis-pilot-bd.org/brochure
- www.bepza.gov.bd/eis অথবা
- পাশের কিউআর কোড (QR Code) থেকেও এ চেকলিস্ট/পুস্তিকাটি পাওয়া যাবে।

আবেদন ফরম কে পূরণ করে দেবেন?

কারখানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিককে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারকে এই ফরম পূরণে সহায়তা করবেন।

আবেদন সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে পাওয়া যাবে?

ইআইএস পাইলট সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা বেপজায় জমা হওয়া আবেদনের অগ্রগতি জানতে সংশ্লিষ্ট জোনের শিল্প সম্পর্ক শাখার প্রধান (বেপজা হেল্প লাইন: **১৬১২৮**) এর মাধ্যমে অথবা নিচের ফোনে অথবা ই-মেইলে আহত শ্রমিক বা নিহত শ্রমিকের পরিবার যোগাযোগ করতে পারবে:

মোবাইল: **০১৮৮৬৯২১০৩০**

ই-মেইল: **specialunit@eis-pilot-bd.org, verification@eis-pilot-bd.org**

মনে রাখবেন

- বেপজা ইআইএস পাইলট এর আওতায় ২১ জুন ২০২২ সালের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ফলে স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ববরণকারী সকল শ্রমিককে ও মৃত্যুবরণকারী সকল শ্রমিকের পরিবারকে মাসিক সুবিধা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ২১ জুন ২০২২ তারিখের পূর্বের কোন দুর্ঘটনা বিবেচনাধীন হবে না।
- একইভাবে কমিউটিং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বেপজা ইআইএস পাইলট এর আওতায় কেবল ১ জুলাই ২০২৪ তারিখের পর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক বা তার পরিবারকে এই সুবিধা প্রদান করবে।
- কোনো শ্রমিকের বর্তমান আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে কিংবা কর্মক্ষেত্র থেকে শ্রমিকের বর্তমান আবাসস্থলে যাতায়াতের পথে ঘটিত দুর্ঘটনা এবং মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যাতায়াতের দুর্ঘটনা এই পাইলটের আওতায় কমিউটিং দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ইআইএস পাইলট কোন শ্রমিকের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য সুবিধা প্রদান করে না।
- ইআইএস পাইলটের মাসিক আর্থিক সুবিধা "ইআইএস বেপজা ফান্ড" থেকে দেওয়া হবে, কোনো নির্দিষ্ট কারখানা থেকে নয়।
- ইআইএস পাইলট বর্তমানে বেপজার অধীন জোনসমূহের কেবল তৈরি পোশাক, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, টেক্সটাইল, লেদার ও ফুটওয়্যার শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সুবিধা প্রদান করছে। তবে পরবর্তীতে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদেরও এই সুবিধার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
- যদিও স্থায়ী অক্ষমতার মূল্যায়ন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার তারিখের প্রায় ১২ মাস পরে করা হয়, তবুও শ্রমিক এবং কারখানাকে দুর্ঘটনার পরপরই ইআইএস পাইলটের অধীনে সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে। এ আবেদনটি থেকেই ইআইএস পাইলটের অধীনে সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়াটিও শুরু করা হবে।
- ইআইএস পাইলটের সুবিধার জন্য আবেদন ফরম কারখানা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জোনের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।
- ইআইএস পাইলটের আওতায় প্রদেয় মাসিক সুবিধা প্রতি মাসে আবেদনকারী/পোষ্যদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়।
- মনে রাখবেন, ইআইএস পাইলট এর সুবিধা দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের ফলে স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষমতা বা মৃত্যুর জন্য দেওয়া হয়।
- আরো মনে রাখবেন, ইআইএস পাইলট এর আওতায় প্রদত্ত এই আর্থিক সহায়তা একটি সুবিধা এবং এটি কোনো অধিকার নয়।

Implemented by: giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
International Labour Organization
Kingdom of the Netherlands
In partnership with Canada
Co-funded by the European Union